মাঠে - ময়দানে

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে প্যারিস সাঁ জাঁকে ৫-১ গোলে হারাল আর্সেনাল।

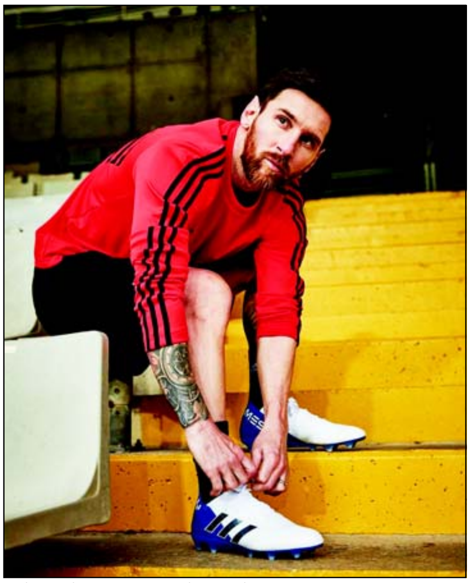

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পরিবর্তে রিয়াল দলে আসতে চলেছেন হ্যারি কেন।

একটি জুতোর বিজ্ঞাপনে ফুটবল রাজপুত্র লিওনেল মেসি।

শিখরকে নিয়ে চিন্তায় ভারতীয় নির্বাচকরা

চেমসফোর্ড, ২৮ জুলাই: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে ওপেনার শিখর ধাওয়ানের অফ ফর্ম নিয়ে চিন্তায় ভারতীয় শিবির। আগামী মাসের এক তারিখ থেকে শুরু হতে চলা পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রস্তুতি হিসাবে এসেক্সের বিরুদ্ধে তিনদিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে ভারত।

তৃতীয় দিনে যখন দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের স্কোর ৮৯/২, তখন বৃষ্টি নামার জন্য অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। এই ম্যাচে দুই ইনিংসে ওপেন করেন শিখর ধাওয়ান। কিন্তু দুইবারই শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন অভিজ্ঞ এই ভারতীয় ওপেনার। খেলা শেষের সময় কে এল রাহুল ৩৬ ও রাহানে ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন। তৃতীয় দিনের শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ৩৫৯/৮ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে এসেক্স। ৩৬ রানের লিড নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ম্যাট কোলসের শিকার বন শিখর। ব্যক্তিগত ৮ রানের মাথায় রাহুলের ক্যাচ ফস্কার ইংরেজরা। দুর্দান্তভাবে শুরু করেও বড় রান করতে ব্যর্থ পূজারা। এই প্র্যাকটিস ম্যাচে ব্যর্থ হলেও অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে শিখরের রেকর্ড কিন্তু বেশ ঈর্ষণীয়। বিগত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও এই ইংল্যান্ডের মাটিতেই একের পর এক রেকর্ড গড়েন তিনি। তাই আসন্ন সিরিজের আগেই নিজের পুরনো ফর্মে তিনি ফিরবেন বলেই আশা করছে টিম ইন্ডিয়া।

ব্যাটে ঝড় গাপটিলের

নর্দ্যাম্পটন, ২৮ জুলাই: ফের একটা মারকাটারি ইনিংস খেললেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান মার্টিন গাপটিল। ৩৮ বলে ১০২ রান করলেন তিনি। নর্দ্যাম্পটনশায়ারকে গুড়িয়ে উস্টারশায়ার ৪১ বল বাকি থাকতেই নয় উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল। ঘরোয়া টি-২০ ক্রিকেটে এই নিয়ে চারটি সেঞ্চুরি করে ফেললেন গাপটিল। সব মিলিয়ে যুগ্মভাবে ক্রিকেট ইতিহাসের চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরিকারী হিসাবে নাম লেখালেন তিনি। কিন্তু ৩৫ বলে শতরানের আন্তর্জাতিক রেকর্ডটি রয়েছে তাঁর সতীর্থ কোরি অ্যান্ডারসনের কাছে। যদিও আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান রয়েছে গাপটিলের ঝুলিতেই (২২৭১)।

বিশ্বের দরবারে নাম ডোবালেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা, জুটল শাস্তি

জাকার্তা, ২৮ জুলাই: দিনকয়েক আগেই রাশিয়ায় বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে মানবিকতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে অনন্য নজির সৃষ্টি করে এসেছেন জাপানি ফুটবলার এবং সমর্থকেরা। বিশ্বকাপে তাদের দেশের প্রতিটি খেলার পর সমগ্র স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন তারা। এমন কি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেও সমগ্র ড্রেসিংরুম পরিষ্কার করে নজির সৃষ্টি করেছিলেন জাপানি ফুটবলাররা। তাঁর সঙ্গে আয়োজকদের জন্য চিরকুটে লিখে রেখে এসেছিলেন থ্যাংক ইউ। এটা জাপানের চিত্র, আর অন্য দিকে ভারত। আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলতে নেমে দেশের নাম ডুবিয়ে দিলেন এদেশেরই ক্রীড়াবিদরা। অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডকোস্টে সম্প্রতি আয়োজন করা হয়েছিল ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমস। আর সেখানেই রীতিমতো তান্ডব করে এলেন ভারতীয় খেলোয়াড়ররা। গেমস ভিলেজের জিনিসপত্র রীতিমতো ভাঙচুর করে ফিরেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। আর যে কারণে, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে প্রায় ৭৪ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল এই কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজকরা। আর আইওএ কিন্তু এবার পাল্টা শাস্তি ঘোষণা করেছে ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনগুলির উদ্দেশ্যে। আইওএ'র তরফে বলা হয়েছে যে, জরিমানার অন্তত ৯০ শতাংশ টাকাই তোলা হবে ন্যাশনাল ফেডারেশনগুলির থেকেই। সূত্রের খবর, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরেন্দ্র বাত্রা ই-মেল করে সেক্রেটারি জেনারেল রাজীব মেহতাকে জানিয়েছেন মোট ৭৩, ৯৮৮ টাকা জরিমানা করা হয়েছে ভারতীয় দলকে। সত্যিই, এটা লজ্জাজনক পরিস্থিতি। কিন্তু এই জরিমানার অর্থের কমপক্ষে ৯০ শতাংশই আমরা তুলব জাতীয় ফেডারেশনগুলোরা কাছ থেকেই। আর তার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথা বলুক জাতীয় ফেডারেশন। প্রয়োজন হলে জরিমানাও করুক তাদের। আন্তর্জাতিক মঞ্চে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না এই ধরনের নক্কারজনক কুকর্ম। তাও এর আগেও কিন্তু সামনে এসেছিল এমনই কুকর্মের নিদর্শন। তাই বার বার কাউকে ক্ষমা করা যায় না।

নতুন মরশুমে মোহনবাগানের ভরসা হেনরি-ডিকা জুটি

স্টাফ রিপোর্টার: গত মরশুমে গোলপার্থক্যে কলকাতা লিগ হাতছাড়া হওয়ার কথা মাথায় আছে কিংসলের। মোহনবাগানের বিদেশি স্টপার এবার কলকাতা লিগ জিতে সেই আক্ষেপ মেটাতে চান। প্রবল বৃষ্টিতেও বাগানের অনুশীলন বন্ধ হয়নি। বরং পুরোদমে অনুশীলন করান কোচ শঙ্করলাল। তাঁর সাফ কথা, হাতে সময় কম। তাছাড়া কলকাতা লিগ খেলতে হবে এমন জলকাদার মাঠেই। তাই এই পরিবেশে ফুটবলাররা যত তাড়াতাড়ি মানাতে পারবে তত ভাল, বিশেষ করে যারা কলকাতায় প্রথম খেলতে এসেছে। কিংসলের অবশ্য এমন মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। তিনি আইজলে যাওয়ার আগে কলকাতা লিগে অন্য ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন। গত মরশুমে বাগান জার্সিতেও খেলেছেন। তাই এটাকে কোনও অসুবিধা মনে করছেন না। বরং তিনি বললেন, সবরকম পরিস্থিতিতে খেলার জন্য তৈরি আমি। যারা নতুন, তাদেরও বোঝাচ্ছি কলকাতায় বড় দলে খেলার জন্য মানসিকভাবে কতটা শক্তিশালী থাকা জরুরি। পায়ের তলায় জলকাদার মাঠে খেলার সমস্যাটাও মাথায় রাখতে বলেছি। কোনও অভিযোগ করার জায়গা নেই। গত মরশুমে আমরা কিছু জিতিনি। কলকাতা লিগ, আই লিগ বা সুপার কাপও নয়। তাই এবার কলকাতা লিগ জিতে মরশুমটা শুরু করতে চাই ভালভাবে। আইজলের হয়ে আই লিগ জেতার কৃতিত্ব আছে কিংসলের।

কিংসলে আরও বলেন, গত মরশুমে রক্ষণে পাশে কিংশুকের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার পেয়েছিলেন, কখনও রানা ঘরামিকে। এবার সুখদেব বা কিমকিমাকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে হবে, যারা কলকাতায় নতুন। রক্ষণ নিয়ে বরাবরই সমস্যা দেখা গিয়েছে মোহনবাগান শিবিরে। সেই সমস্যা নিয়ে কিংসলে বলেন, কলকাতায় বড় দলে খেলাটা সবসময় চ্যালেঞ্জের। আমি যেহেতু এই দলে সিনিয়র, কলকাতায় খেলার অভিজ্ঞতা আগে থেকেই রয়েছে, তাই আমাকেই নতুনদের গাইড করতে হবে, সাহস জোগাতে হবে। সুখদেব, কিমকিমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে আমাকে বাড়তি খাটতে হবে মাঠে, খেলার সময় বেশি করে কথা বলতে হবে। প্র্যাকটিস আর খেলা এক জিনিস নয়। খেলার মাধ্যমেই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়বে ডিফেন্ডারদের। মেহতাব সম্বন্ধে কিংসলে বলেন, মেহতাব দলে নতুন কিন্তু অভিজ্ঞ। মূলত ডিফেন্সিভ ব্লকার পজিশনে খেলেন। মাঝমাঠে অনেকটা জায়গা জুড়ে খেলে। তাঁর মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারের দলে থাকা সবসময়ই বাড়তি লাভ। সব শেষে স্ট্রাইকার হেনরির প্রশংসা করেন তিনি। হেনরি গোলের মধ্যে আছে। ডিকাও খুব শিগগির চলে আসবে। সামনে এই দুজনে থাকায় গোল সংখ্যা বাড়বে। আর বেশি সংখ্যক ম্যাচ জেতা সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে হবে।

ভারত গৌরব হচ্ছেন গুরুবক্স, বর্ষসেরা আমনা

স্টাফ রিপোর্টার: ইস্টবেঙ্গলের ভারত গৌরব সম্মান পাচ্ছেন হকি অলিম্পিয়ান গুরুবক্স সিং। এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার। ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯২০ সালে ওইদিন যাত্রা শুরু করেছিল লাল-হলুদ ক্লাব। সেই দিনটিকে স্মরণ করতে প্রতিবছরই সারাদিন জুড়ে অনুষ্ঠান হয়। ১ আগস্ট ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুরুবক্স সিংয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। একই অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হবে দুই প্রাক্তন তারকা ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং সুশীল ওরফে লাল্টু ভট্টাচার্যের হাতে। ইস্টবেঙ্গলের সোনালি অতীতের অন্যতম কাণ্ডারি এই দুই ফুটবলার। সচিব কল্যাণ মজুমদার বলেন, কোনও সম্মানই এদের অবদানের জন্য যথেষ্ট নয়। তা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা ছোটো প্রয়াস মাত্র। বছরের সেরা ফুটবলারের সম্মান পাচ্ছেন সিরিয়ান মিডফিল্ডার আল আমনা। গত কয়েক বছর ধরেই জাতীয় পর্যায়ে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্য অধরা। তা সত্ত্বেও দলের ফুটবলারদের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের বিচারে আমনাকেই সেরা বাছা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৮ দলের সেরা হয়েছেন মজিদ মদম্মদ এবং রহু পুইয়া। ইস্টবেঙ্গল সচিব সদস্যদের প্রতি একটি বার্তা দিয়েছেন। কলকাতা লিগে সদস্যরা কার্ড দেখিয়ে খেলা দেখবেন। কিন্তু নিজের কার্ডেই খেলা দেখুন সদস্যরা। কার্ডে নাম ও ছবি থাকবে, কার্ডটি পরীক্ষা হবে। যদি কোনও সদস্য অন্যকে খেলা দেখার জন্য কার্ড দেন তাহলে ক্লাব কড়া ব্যবস্থা নেবে। ৫০ টাকার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাচের কার্ড পাওয়া যাবে। একজন সদস্য পাঁচটি কার্ড কিনতে পারবেন।

২০২০ অলিম্পিকের আগেই কোর্টে ফিরবেন : সানিয়া

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই: আগামী দুই বছরের মধ্যেই টেনিস কোর্টে ফিরতে চান ভারতের সর্বকালের সেরা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জা। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন ছটি ডাবলস গ্র্যান্ডস্লামের মালকিন। ৩১ বছর বয়সি এই তারকা টেনিস প্লেয়ার বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য ২০২০ এর টোকিও অলিম্পিকের আগে ফিট হয়ে কোর্টে ফেরত আসা। ২০১০ সালে পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে বিয়ে করেন এই টেনিস সুন্দরী। বর্তমানে তিনি সন্তানসম্ভাবা। তাই আপাতত কোর্টের বাইরে তিনি। সানিয়া আরও জানিয়েছেন, সন্তানলাভের পর এই কোর্টে ফিরে আসার লড়াইয়ে তাঁর অনুপ্রেরণা হতে চলেছেন উপর দুই খ্যাতনামা টেনিস তারকা কিম ক্লিস্টার্স ও সেরেনা উইলিয়ামস। তাঁরাও সন্তান লাভের পর ফিরে এসেছেন কোর্টে। মির্জা আরও বলেন, মা হওয়ার পর কোর্টে ফিরে আসাই যায়। কিন্তু নিজের পুরনো ফর্ম ফিরে পাওয়া খুব কঠিন। সন্তান জন্মানোর পর কোর্ট এবং সংসার একসঙ্গে সামলানো কতটা কঠিন হতে পারে তা জানতে চাওয়া হলে সানিয়ার জবাব, তিনি বরাবরই মেয়েদের জন্য বেঁধে দেওয়া ছকের বাইরে চলেছেন। তাঁর বাবা-মা বরাবরই তাঁর পাশে থেকেছেন।

পুরস্কার প্রাপকদের সিংহভাগই অনুপস্থিত, তাল কাটল সিএবি'র অনুষ্ঠানের

স্টাফ রিপোর্টার: আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু যাদের জন্য আয়োজন তাদের সিংহভাগই ছিল অনুপস্থিত। ফলে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সিএবি'র বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান যেন কিছুটা ফ্যাকাশেই দেখাল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। তিনিই জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানির বরুণ বর্মনের হাতে কার্তিক বোস লাইফটাইন অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। ২ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার ছাড়া প্রাক্তন তারকা পেসারের হাতে স্মারক তুলে দেন। পাশাপাশি রীতি মেনে ব্লেজারও পড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সম্মান পাওয়ার পর বরুণ বর্মন জানান, তিনি এই সম্মান কোনওদিন পাবেন ভাবেননি। এবারের বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন অভিমুন্য ঈশ্বরণ। কিন্তু ভারতীয় এ দলের হয়ে খেলায় ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি। আসতে পারেননি জেন্টলম্যান অব দা ইয়ার অভিষেক রামন ও অনূর্ধ্ব ২৩ বিভাগের বর্ষসেরা ক্রিকেটার সৌরভ সিং।

দুজনেই সিএবি'র হয়ে কেসিএ টুর্নামেন্ট খেলতে শহরের বাইরে। বর্ষসেরা বোলার অশোক দিন্দাও ব্যক্তিগত দরকারে দেশের বাইরে থাকায় অনুষ্ঠানে ছিলেন না। উপস্থিত চেনা মুখ বলতে ইশান পোড়েল ও দিপ্তী শর্মা। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ইশান বর্ষসেরা অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার হয়েছেন। বছরের সেরা মহিলা ক্রিকেটার হয়েছেন দিপ্তী। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগের সেরা বোলারের পুরস্কার পাচ্ছেন আকাশস পান্ডে। ১৬ বছরের কম বয়সিদের বিভাগে বছরের সেরা হয়েছে তৌফিক উদ্দিন মল্লিক। অনূর্ধ্ব-২৩ মেয়েদের বিভাগে বছর সেরা তনুশ্রী সরকার। মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ ও ১৬ বিভাগের সেরা রিচা ঘোষ ও ধারা গুজ্জর। প্রথম ডিভিশন লিগ, প্রথম ডিভিশন সুপার লিগ, জেসি মুখার্জি টি-২০ ট্রফি জিতে ত্রিমুকুট জিতেছিল মোহনবাগান। তারাও এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হয়েছে। সিনিয়র নক-আউট টুর্নামেন্ট জয়ী কালিঘাট ক্লাবের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়েছে। সফল ক্লাব ও ক্রিকেটারদের সম্মান প্রদানের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন বাংলার অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মঞ্চ সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় লোধা কমিশনের বিধি নিষেধ সত্ত্বেও সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা পরিচালনার কথা জনান। সচিব অভিষেক ডালমিয়া জানান, বোর্ডের বকেয়া সত্ত্বেও ৭৫ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

ফিনল্যান্ডে গাড়ির প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামার আগে অনুশীলনে দক্ষিণ আফ্রিকার জে পি ডুমিনি ও ফাফ ডু'প্লেসিস।

প্রকাশক : পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকেপ্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা